দৈনিক খবর

তারিখ ... 06 APR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি বিরাট হুমকি হতে পারে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

সাধারণ ক্যাডারে শূন্য পদের তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়ছে। অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট হুমকির সৃষ্টি করতে পারে। জাতীয় সংসদে পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের ১৯৯০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেশের চাকরির ক্ষেত্রে এ ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সংসদে এ প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ছয়টি প্রধান বিসিএস পরীক্ষার শূন্য পদ ও আবেদনকারীর সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, সকল ক্যাডারে আবেদনকারীর সংখ্যা যে হারে বেড়েছে শূন্য পদের সংখ্যা সে অনুপাতে বাড়েনি। ফলে প্রতিবছর প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে প্রতিযোগিতার মাত্রা বাড়ছে। ১৯৮৪ সালে একটি শূন্য পদের বিপরীতে গড়ে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৯ জন। ১৯৮৫ সালে ছিল ৬ জন, ১৯৮৬

২-এর পাতায় দেখুন

উচ্চ শিক্ষিত বেকারের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সালে ১৫ জন, ১৯৮৮ সালে ২৩ জন, ১৯৮৯ সালে ২৩ জন ও ১৯৯০ সালে ২৫ জন।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারের ক্ষেত্রে প্রতিটি শূন্য পদের জন্য প্রতিযোগীর সংখ্যা আরো বহুগুণ বেশী এবং এক্ষেত্রে অবস্থা ভয়াবহ। হিসেব অনুযায়ী সাধারণ ক্যাডারে মোট শূন্য পদ ও আবেদনকারীর সংখ্যা ১৯৮৪ সালে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদনকারী ছিল গড়ে ২১ জন। ১৯৮৫ সালে এ সংখ্যা ছিল ২৭ জন। ১৯৮৬ সালে ৭১ জন, ১৯৮৮ সালে ১২৬ জন, ১৯৮৯ সালে ৮৫ জন ও ১৯৯০ সালে ১৫১ জন।

চাকরির মান

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়, সকল ক্যাডারের জন্য একই সাথে পরীক্ষা নেয়ার ফলে কিছু কিছু টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল ক্যাডারের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়ন করা যাচ্ছে না। কারণ এ সকল ক্যাডারের যোগ্য প্রার্থীরা সাধারণ ক্যাডারের পদের জন্যও পছন্দক্রম দিতে পারেন। ফলে তারা সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল ক্যাডারের জন্য পছন্দক্রম দিতে আগ্রহী হন না বা দিলেও সাধারণ ক্যাডারের নীচে দেন। এছাড়া প্রার্থীদের পছন্দক্রমের ভিত্তিতে ক্যাডার বন্টন করায় বিভিন্ন ক্যাডারের জন্য মেধার সুষ্ঠু বন্টন না হওয়ার একটা লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু ক্যাডারের চাকরির মান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। তাই পছন্দক্রম পদ্ধতি পরিবর্তন এবং সাধারণ বিসিএস ক্যাডার, টেকনিক্যাল, প্রফেশনাল বিসিএস ক্যাডারের জন্য আলাদা পরীক্ষা নিয়ে প্রার্থী মনোনয়ন করা যায় কি-না তা কমিশন বিবেচনা করে দেখছেন। শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি সুপারিশ সরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হবে। কমিশন মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার আরো সংস্কার সাধন করে প্রার্থীদের ক্যাডার ভিত্তিক যোগ্যতা নিরূপণ করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও পরীক্ষা করছেন। লিখিত, মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে আরো অনেক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে কমিশন মনে করেন।

শৃংখলাজনিত অপরাধ

প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৯০ সালে শৃংখলা ভঙ্গজনিত ২৬০টি কেসের মধ্যে কমিশন ২৫৫টিতে মতামত প্রদানে সক্ষম হন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত শৃংখলা ভঙ্গজনিত অপরাধের সংখ্যা বেশ কম থাকলেও ১৯৮৯ সালে দ্বিগুণ শতাংশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী।

হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৮-৮৯ সালের বিসিএস পরীক্ষায় মোট ২৫৪টি পদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৬৩টি পদে কৃতকার্য হয়। অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতকার্যতার হার ৬৪ শতাংশে। এ বছরে কৃতকার্যতার হার ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ শতাংশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ শতাংশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ শতাংশে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ শতাংশে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬.৬১ শতাংশে এবং বিদেশী ০.৩৯ শতাংশে। ১৯৮৬ সালে ৩৯৮টি পদের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যে পদ পায় তা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৮ শতাংশে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৯ শতাংশে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১১ শতাংশে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ২ শতাংশে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১২.৫ শতাংশে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ৭ শতাংশে ও বিদেশী ০.৫ শতাংশে। এছাড়া ১৯৮৫ সালের ৭৪৪টি পদের মধ্যে পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬২.৮৭ শতাংশে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১১ শতাংশে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২ শতাংশে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১২ শতাংশে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১২ শতাংশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ২ শতাংশে ও বিদেশী ০.১৩ শতাংশে।